শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৭১. আল্লাহভীতির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াজিব বিষয়গুলো বর্জন করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

আল্লাহ ভীতির অন্তর্ভুক্ত ওয়াজীব পরিত্যাগ করা।

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইতো। যেমন আরাফায় অবস্থানের পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করা। তারা ধারণা করতো যে, এটাই আল্লাহ ভীতি। কেননা, তারা ছিল হেরেমের অধিবাসী, তাই আরাফার দিকে তারা গমন করতো না। কারণ আরাফা হলো তাদের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জায়গা। তাই সতর্ক হয়ে এ হক্বকে তারা বর্জন করতো। এটাও জাহিলী কর্ম। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরূপই সতর্কতা স্বরূপ জাহিল কর্তৃক হক্ব বর্জন করার আরো দৃষ্টান্ত হলো যে, তারা নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো এবং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার হক্বকে তারা বর্জন করতো, যা (ঢেকে রাখা) আল্লাহ ভীতির অন্তর্ভুক্ত। তারা বলতো,

لا نطوف بثياب عصينا الله فيها

আমরা পোষাক পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করবো না, তাতে আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাব।[1]
অনুরূপ যে কেউ ইবাদতের কোন অংশ সতর্কতা স্বরূপ বর্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে লোকদের ইবাদত দেখা এবং ইবাদতের কথা শ্রবণের ভয়ে যাকাত দেয় না এবং জামা'আতের সাথে মসজিদে ছ্বলাত আদায় করে না। যেমন আমরা তাদের কতিপয়ের নিকট থেকে শুনে থাকি। অথবা তারা দীনি জ্ঞান অর্জন করে না অথবা লোক দেখার শঙ্কায় ইবাদতের বিভিন্ন বিষয় ছেড়ে দেয়।

>

ফুটনোট

[1]. উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত মানুষেরা নগ্ন হয়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করতো। আর হুমস হলো কুরাইশ ও তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিতো এবং সে তা পরিধান করে তাওয়াফ করতো। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিতো এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করতো। হুমসরা যাকে কাপড় দিতো না সে নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো....। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৬৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২/১২১৯। বুখারী কিতাবুছ ছালাতে ২ নং বাবে-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন। নগ্ন না হয়ে কাবা তাওয়াফ করতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৪৭।

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন